দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21/12/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

17

সময়মতো পাঠ্যপুস্তক

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বুধবার সচিবালয়ে টেক্সট বুক বোর্ড ও অন্যান্য বোর্ডগুলির প্রধান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার পদস্থ কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে সময়মতো স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, সরবরাহ ও তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজলভ্য করে তোলার তাগিদ দিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে বিশেষ করে গত দুই বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই তাগিদকে অত্যন্ত সময়োচিত বলে মনে করি। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যাপারে গত কয়েক বছরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকে কোনো মতেই সুখকর অথবা দেয় বলা যায় না। শিক্ষা-বছর শুরু হবার অনেক পরে কোনো কোনো ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল এই দুই বছর। বিশেষ করে, এ ব্যাপারে গত বছরের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। প্রাথমিক ক্লাসগুলোর পাঠ্যপুস্তক বাজারে বেরিয়েছিল অনেক দেরীতে। আর সে বই সংগ্রহ করতেও ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের গলদঘর্ম হতে হয়েছিল। ছাত্রা বই-এর দাবীতে মিছিল পর্যন্ত করেছে। দীর্ঘ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বই কিনতে হয়েছে। আর এই সুযোগে পাঠ্যপুস্তকের কালোবাজারিও হয়েছে। মফস্বলের ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি হয়েছে আরো বেশি। বই পেয়েছে তারা আরও দেরীতে। স্বভাবতই তাতে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা-বছর এখন সমাপ্তির পথে। নতুন শিক্ষা-বছর সমাগত। আর কয়েকদিন পরেই শুরু হবে নতুন পাঠ্যপুস্তক কেনাকাটার পালা। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের যাতে অতীতের মতো এবারেও পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। বই যাতে তাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে এটা সকলেরই কাম্য। প্রধানমন্ত্রীও তাই চান। নতুন শিক্ষা-বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে বাজারে পাঠ্যপুস্তক মেলে তার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের মান সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বস্তুত, ঐ সমস্ত পুস্তকের মান আদৌ সন্তোষজনক নয়। ভাষাগত ও মুদ্রণগত নানারকম ভুলে ঐসব পুস্তক ভরে থাকে। এর ফলে শিক্ষার মানেরও অবনতি ঘটছে। এই অবস্থায় আমরা এই সব পুস্তকের মানের উন্নতি কামনা করছি।